গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা
www.mefwd.gov.bd

নং-৫৯.০০.০০০০.১৪০.২২.০০১.২২.৩১

তারিখ: ০৭ মাঘ ১৪৩০ / ২১ জানুয়ারি ২০২৪

বিষয়: 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিটে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় শিক্ষার্থী নির্বাচনের গাইডলাইন-২০২৪' অনুমোদন

সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের সভার কার্যবিবরণী নং-৫৯.১৪.০০০০.১০৩.৩১.০০১.২৩.১২৭৭, তারিখ: ২০/১২/২০২৩ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিটে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় শিক্ষার্থী নির্বাচনের গাইডলাইন-২০২৪' পরিমার্জনক্রমে অনুমোদন করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

০২। অনুমোদিত গাইডলাইনটি ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ হতে সকল বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিটে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিটে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় শিক্ষার্থী নির্বাচনের গাইডলাইন-২০২৪' অনুযায়ী ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ হতে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিটে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: গাইডলাইন ০২ (দুই) পাতা

২১|০১|২০২৪

(মোহাম্মদ কামাল হোসেন)
উপসচিব
ফোন-৫৫১০০৭৩০
ই-মেইল: me1@mefwd.gov.bd

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

নং-৫৯.০০.০০০০.১৪০.২২.০০১.২২.৩১

তারিখ: ০৭ মাঘ ১৪৩০ / ২১ জানুয়ারি ২০২৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১. সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমএন্ডডিসি), ঢাকা
০২. অধ্যক্ষ, ... সরকারি মেডিকেল কলেজ (সকল)
০৩. অধ্যক্ষ, ... বেসরকারি মেডিকেল কলেজ (সকল)
০৪. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
০৫. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৬. প্রোগ্রামার, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (গাইডলাইনটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৭. অনুবিভাগ প্রধান (চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
০৮. যুগ্মসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

২১|০১|২০২৪

(মোহাম্মদ কামাল হোসেন)
উপসচিব

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিটে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় শিক্ষার্থী নির্বাচনের গাইডলাইন-২০২৪

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিটে মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদেরকে জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিত এমবিবিএস/বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। উক্ত কোটায় ভর্তির লক্ষ্যে বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর সময় একই সাথে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে। বর্ণিত কোটায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীগণ সরকার নির্ধারিত ওয়েব লিংকে (http://dgme.teletalk.com.bd) প্রদর্শিত কলেজ/ইউনিট হতে পছন্দক্রম উল্লেখ করে আবেদন করবে।

০২। মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় আবেদনকারীদের মধ্য হতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত সূচকের স্কোরের ভিত্তিতে মেধাবী-অসচ্ছল কোটার মোট আসনের ৪ (চার) গুণ শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর কেন্দ্রীয়ভাবে মনোনয়ন প্রদান করে কলেজগুলোর মধ্যে বন্টন করবে। সংশ্লিষ্ট কলেজের পরিচালনা পর্ষদ মনোনীত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করত: দাখিলকৃত প্রমাণক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রকৃত দরিদ্র শিক্ষার্থী নির্বাচন করবে। দরিদ্র শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ব্যাংক হিসাব, সঞ্চয়পত্র এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শহরাঞ্চলে বসতবাড়িসহ স্থাবর সম্পত্তি ও আয়কর বিবরণী যাচাই করতে হবে। পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করবে এবং তা স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় ভর্তিচ্ছুদের অসচ্ছলতার দালিলিক প্রমাণ মিথ্যা বা ভুল প্রমাণিত হলে আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৩। **মেধাবী ও অসচ্ছল কোটায় শিক্ষার্থী নির্বাচনঃ** মেধাবী ও অসচ্ছল কোটায় শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিত এমবিবিএস/বিডিএস ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর ও শিক্ষার্থী প্রদত্ত অভিভাবকের বার্ষিক আয় বিবরণী, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যমান ও আর্থিক সক্ষমতার বিষয় বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ণমান হবে ৬০+৪০=১০০।

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ঃ ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে ০.৬ (শূণ্য দশমিক ছয়) গুণ করে স্কোর নির্ধারণ করা হবে। ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় কোনো পরীক্ষার্থী ১০০ নম্বর প্রাপ্ত হলে তার স্কোর হবে ৬০।

খ) শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত অভিভাবকের আর্থিক বিবরণী ঃ মেধাবী ও অসচ্ছল কোটায় আবেদনে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে তার অভিভাবকের বাৎসরিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির আর্থিক মূল্যমাণ এবং অন্যান্য তথ্য অনলাইন আবেদনের নির্ধারিত ট্যাবে ড্রপডাউন বক্স হতে নির্ধারণ করে অঙ্গিকার নামায় ক্লিক করতে হবে। অভিভাবকের আর্থিক বিবরণী ও অন্যান্য তথ্যাদির পূর্নমান ৪০। অভিভাবকের বার্ষিক আয় বলতে পিতা ও মাতার যৌথ বার্ষিক আয়ের আর্থিক বিবরণী-কে বুঝাবে।

০৪। **মেধাবী ও অসচ্ছল কোটায় আবেদনকারী শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বার্ষিক আয়, অস্থাবর সম্পত্তি, স্থাবর সম্পত্তি এবং অন্যান্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিম্নেবর্ণিত সূচক নির্ধারনপূর্বক অসচ্ছলতার মাত্রা নির্ধারণ করতে হবেঃ**

(ক) অভিভাবকের বার্ষিক আয় (পিতা ও মাতার যৌথ আয়) ঃ পূর্ণমান ০৮

ক্রমিক নং	আর্থিক মূল্যমান (টাকায়)	নির্ধারিত মান
০১	১৫,০০,০০১/- বা তদুর্দ্ধ	০
০২	১২,৫০,০০১/-১৫,০০,০০০/	১
০৩	৯,৫০,০০১/-১২,৫০,০০০/-	২
০৪	৭,০০,০০১/-৯,৫০,০০০/-	৩
০৫	৫,০০,০০১/-৭,০০,০০০/-	৪
০৬	৩,৫০,০০১/-৫,০০,০০০/-	৫
০৭	২,৫০,০০১/-৩,৫০,০০০/-	৬
০৮	১৮০,০০১/-২,৫০,০০০/-	৭
০৯	১৮০,০০০/- বা নিম্নতম	৮

(খ) অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যমান (পিতা ও মাতার যৌথ) ঃ পূর্ণমান ০৮

ক্রমিক নং	আর্থিক মূল্যমান (টাকায়)	নির্ধারিত মান
০১	২৫,০০,০০১/- বা তদুর্দ্ধ	০
০২	১৭,০০,০০১/-২৫,০০,০০০/-	১
০৩	১৩,০০,০০১/-১৭,০০,০০০/-	২
০৪	১০,০০,০০১/-১৩,০০,০০০/-	৩
০৫	৮,০০,০০১/-১০,০০,০০০/-	৪
০৬	৬,০০,০০১/-৮,০০,০০০/-	৫
০৭	৪,৫০,০০১/-৬,০০,০০০/-	৬
০৮	৩,০০,০০১/-৪,৫০,০০০/-	৭
০৯	৩,০০,০০০/- বা নিম্নতম	৮

(গ) স্থাবর সম্পত্তির মূল্যমান (পিতা ও মাতার যৌথ) ঃ পূর্ণমান ০৮

ক্রমিক নং	আর্থিক মূল্যমান (টাকায়)	নির্ধারিত মান
০১	৩৫,০০,০০১/- বা তদুর্দ্ধ	০
০২	২৫,০০,০০১/-৩৫,০০,০০০/-	১
০৩	১৭,০০,০০১/-২৫,০০,০০০/-	২
০৪	১৩,০০,০০১/-১৭,০০,০০০/-	৩
০৫	১০,০০,০০১/-১৩,০০,০০০/-	৪
০৬	৭,৫০,০০১/-১০,০০,০০০/-	৫
০৭	৫,০০,০০১/-৭,৫০,০০০/-	৬
০৮	৩,০০,০০১/-৫,০০,০০০/-	৭
০৯	৩,০০,০০০/- বা নিম্নতম	৮

(ঘ) আর্থিক সক্ষমতার বিষয়ে অন্যান্য তথ্যঃ পূর্ণমান ৪×৪=১৬

i) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (যেমন ভিজিএফ, ভিজিডি, টিসিবি, আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসকারী, প্রান্তিক কৃষক, মৎস্যজীবী ইত্যাদি) আওতাভুক্ত উপকারভোগীর সন্তান কিনা? ☐হ্যাঁ ☐না

ii) সরকার নির্ধারিত দূর্গম এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী কিনা? ☐হ্যাঁ ☐না

iii) এতিম শিক্ষার্থী/স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা/বিধবা ভাতা প্রাপ্ত ব্যক্তির সন্তান/ প্রতিবন্ধীর সন্তান/দিনমুজর এর সন্তান কিনা? ☐হ্যাঁ ☐না

iv) সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয় বেতনক্রমের ১৭-২০তম গ্রেডের বেতনভূক্ত কর্মচারীর সন্তান বা সমপর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তির সন্তান কিনা? ☐হ্যাঁ ☐না

০৫। **ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার স্বপক্ষে যে সকল প্রমাণকসমূহ যাচাই করতে হবেঃ**

- অভিভাবকের বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির স্বপক্ষে জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়ণ পত্র ও নোটারি পাবলিক সার্টিফিকেট এবং সকল ব্যাংক হিসাব বিবরণী ইত্যাদি।
- ভিজিএফ/ভিজিডি/টিসিবি কার্ড/আশ্রয়ণ প্রকল্পের বরাদ্দ পত্র/প্রান্তিক কৃষক কার্ড/মৎস্যজীবী কার্ড এর সত্যায়িত ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- এতিম শিক্ষার্থী/স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা/বিধবা ভাতা/প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তির দলিলাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ইউনিয়ন পরিষদ/ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত দিনমুজর হিসেবে জীবীকা উপার্জনকারীর প্রত্যয়নপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- সরকার নির্ধারিত দূর্গম এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয় বেতনক্রমের ১৭-২০তম গ্রেডের বেতনভূক্ত কর্মচারী বা সমপর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তির বার্ষিক বেতন বিবরণী, ব্যাংক হিসাব বিবরণী ও পেনশন বিবরণী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

০৬। **বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিটসমূহে মেধাবী ও অসচ্ছল কোটায় ভর্তির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত এমবিবিএস/বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করার সময় যে তথ্য উল্লেখ করবে তা সফটওয়্যার দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচিত হবে। উক্ত কোটায় ভর্তিচ্ছুদের দালিলিক প্রমাণ মিথ্যা বা ভুল প্রমাণিত হলে যে কোনো সময়ে আবেদন/কলেজ মনোনয়ন/ভর্তি বাতিল হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অসচ্ছলতা প্রমাণের শর্তসমূহ যৌক্তিকভাবে পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে। মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় আবেদনকারী শিক্ষার্থী মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত না হলে মেধা তালিকা অনুযায়ী সাধারণ কোটায় ভর্তির সুযোগ পাবে।